জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৭

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলূল হক

বাম লেখক বদরুদ্দীন উমর লিখেছিল, বেতঝাড়ের ভেতর থেকে বুঁ বুঁ করে মৌমাছিদের বেরিয়ে আসতে দেখলে বুঝতে হবে, তোমার ঢিলটা সুনির্দিষ্ট জায়গায়ই আঘাত করেছে। অপরিচিত নাম্বার থেকে জামায়াতে ইসলামীর অপরিচিত সদস্যরা মাঝে মধ্যে আমাকে যে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে তাতে বদরুদ্দীন উমরের কথাই মনে পড়ছে আমার। কোন লেখার জন্য কাউকে হুমকি দেয়া আদর্শিক দুর্বলতার প্রমাণ। তরজুমানের শ্রদ্ধেয় মনসুর ভাই ফোনে আমাকে বলেছেন, জামায়াতের কেউ কেউ প্রশ্ন করছে, আমি জামায়াত-সাহিত্য থেকে যে রেফারেন্সগুলো দিচ্ছি, সেগুলো সঠিক কি-না। আমি মনে করি, এটা আমার প্রাথমিক সফলতা। কারণ, রেফারেন্সগুলোর বিষয়বস্দ ও ভাষা দেখে ওই সকল প্রশ্নকারীর মনে প্রশ্ন জেগেছে এ রকম জঘণ্য কথা জামায়াত-সাহিত্যে আছে কি না! এ রকম প্রশ্নকারীর সংখ্যা যত বাড়বে ততই তা আমার জন্য সুখকর হবে। বলতে পারেন, জামায়াতের সকল কর্মী-সমর্থক যদি এ রকম একটা প্রশ্ন করত যে, আপনি যে রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করছেন এ গুলো অথেন্টিক কি-না, তবে আমি আমার চূড়ান্ত সফলতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম। কারণ, তখন পাঠকের কাছে আমার আরো বলার সুযোগ হত, আসুন! যে রেফারেন্সগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো যদি অসত্য হয়, তবে আপনারা সবাই মিলে আমার বিচার করুন। আর যদি অথেন্টিক হয়, তবে আসুন এ রকম বদ-আক্বীদাসম্পন্ন জামায়াতে ইসলামীকে সবাই পরিত্যাগ করি।

আসলে বাতিলদের এটা একটা বড় আলামত। তাদের মুরুব্বীদের রেখে যাওয়া বিষাক্ত কাজ ও বক্তব্যগুলো বলা হলে তাদের গায়ে আগুন জ্বলে উঠে। এ যুগের বাতিলদের এটা ব্যতিক্রমী অভ্যাস। কারণ, পৃথিবীতে সাধারণ রীতি হল, আমি যাকে ভালবাসব তার সকল কাজ ও কথার সাথেই আমার প্রেমের মধুর সম্পর্ক থাকবে এবং যতবারই আমাকে তা শুনানো হবে ততবারই আমি তা শুনতে চাইব। কিন্তু বাতিলদের দেখছি, একটু আলাদা।

রামগঞ্জ এক মাহফিলে মওদূদীর একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করার সাথে সাথেই হুঙ্কার শুরু হল প্যান্ডেলের নিচে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব'। আমি যে দল সমর্থন করব, তার আক্বীদা-বিশ্বাস যদি নির্ভেজাল না হয়, তবে তা আমি করতে যাব কেন? আর আমার অজান্তে যদি সে দলে কোন ভুল থেকে থাকে এবং কোন মাধ্যমে আমি তা জানতে পারি, তবে সর্বপ্রথম ঐ মাধ্যমটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চেষ্টা করব ঐ দলের সেই আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তন করে তদস্থলে সঠিক আক্বীদা প্রতিস্থাপন করার। তা যদি সম্ভব না হয় তবে দেরী না করে সে দল থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়া এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরকে সতর্ক করাই হবে আমার মূল দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনের ঘোষণাও তাই, "ফালা- তাক্ব'উদ বা'দায্ যিক্রা মা'আল্ ক্বওমিয্ যোয়া-লিমী-ন।" জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ শিরোনামে আমার লেখার উদ্দেশ্যও তাই। ঈমান ও আক্বীদা বিধ্বংসী বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলা। আমার এই লেখাগুলো পড়ার পর কেউ কেউ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আমাকে ফোন করেছেন।

মওদূদীর যে রেফারেন্সগুলো আমি 'কোড' করছি সেগুলোর নিয়্যলিটি ও অথেনটিসিটি নিয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ, শতভাগ কনফার্ম হয়েই আমি এ গুলো আলোচনায় নিয়ে আসি।

আজকের এই লেখায়ও মওদূদীর একটি কিতাব থেকে একটি রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করব। কিতাবটি হল 'তাফহীমুল কুরআন'র বাংলা অনুবাদ। ওই কিতাবে ১৯তম খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায় মওদূদী সূরা নসর এর তাফসীর করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেছেন,

"আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন।"

-[তাফহীমুল কোরআন, ১৯তম খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা, সূরা নসর]

পাঠকবৃন্দ, মূল আলোচনায় যাবার আগে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার:

১. 'এই বিরাট কাজ' বলতে মওদূদী ইসলাম প্রচারের সামগ্রিক কাজ বুঝিয়েছেন।

২. বক্তব্য থেকে বুঝা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে ভুল করেছেন বা দোষ করেছেন এতে মওদূদী সাহেবের কোন সন্দেহ নেই।

'এই বিরাট কাজ' মানে হল ইসলাম প্রচার এবং এতে 'ভুল-

ভ্রান্তি' মানে ইসলাম প্রচারে ভুল-ভ্রান্তি। মওদূদী সাহেব এ মর্মে নিশ্চিত যে, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি' হয়েছে। আর আমরা সকলেই জানি এবং মানি ইসলাম প্রচারের মূলভিত্তি ছিল পবিত্র কোরআন মজীদ। কোরআনের প্রচার মানে ইসলাম প্রচার এবং কোরআনের বাস্তবায়ন মানে ইসলামের বাস্তবায়ন। ইসলাম প্রচারের কাজে নবীজীর ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে মর্মে যেহেতু মি. মওদূদী নিশ্চিত, সেহেতু পবিত্র কোরআনের প্রচার ও বাস্তবায়ন কাজেও তার দৃষ্টিতে নিশ্চিত ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে এবং কোরআনের ভুল মানে ইসলামেরই ভুল। আর আল্লাহ্ পাক 'ভুল'কে মনোনয়ন দেন না। অথচ আল্লাহ্ বলেন, "ইসলাম নিশ্চয় আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম।" ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। মওদূদীর কথায় বুঝায়, পবিত্র কোরআনের প্রচারে নবীজী ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। নবীজীর প্রচারিত কোরআন ভুল হলে সঠিক কোরআন কি মওদূদীর লিখিত 'তাফহীমুল কোরআন'? আল্লাহ্ পাক যেখানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছেন, "যা-লিকাল কিতা-বু লা- রায়্বা ফী-হ্" (এ কোরআন সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে)। সেখানে মওদূদীর অভিমত হল, কোরআনে ভুল আছে।

নবীজীর সমালোচনা করতে গিয়ে কোরআনকেও ছাড়লো না। তবে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সকল ধরনের দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে সেহেতু তাঁর প্রচারিত পবিত্র কোরআনও ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং সে সুবাদে ইসলাম ধর্মও ভুলহীন পবিত্র ধর্ম। মূলত কোরআন এবং ইসলাম তখনই নির্ভুল হবে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সকল ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে মেনে নেয়া হবে, অন্যথায় নয়। মওদূদীরা এ মহাসত্য বুঝতে পারেনি, বলেই নবীজীকে ভুলযুক্ত বলে কোরআনকে ভুলমুক্ত প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমি মওদূদীর আক্বীদার সাথে সাহাবাদের আক্বীদার তফাৎ তুলে ধরব। একটু আগে আপনারা দেখলেন, মওদূদীর মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ছিল। এবার প্রিয় নবীজীর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র একটা কবিতার অংশ বিশেষ শুনুন, যে কবিতা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপকভাবে চর্চিত ছিল। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

"খুলিক্বতা মুবাররাআম্ মিন কুল্লি 'আয়বিন
কাআন্নাকা ক্বদ খুলিক্বাত কামা তাশা-উ"

অর্থাৎ সকল প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র অবস্থায়ই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার মনে হয় আপনি যেমনটি চেয়েছেন আপনাকে সে রকমভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না হলে ওই পঙক্তিটির ভাবানুবাদ যা আমি আমার একটি না'তিয়া কালামে লিখেছি, তার অংশ বিশেষ এখানে উপস্থাপন করতে চাই,

সৃজিল তোমায় প্রভু তেমন করে
অনুপম যেমন তব মনে ধরে
রূপে নাহি কোন খুঁত দাগহীন দূত
অরূপের গড়া তুমি মোহনীয় ফুল, অদ্বিতীয় ফুল।

পার্থক্যটা পরিস্কার। সাহাবাদের আক্বীদা হল নবীজী ত্রুটিমুক্ত আর মওদূদীর আক্বীদা হল ত্রুটিযুক্ত। আরো একটা বেআদবী মূলক কথার দিকে লক্ষ করুন, আমরা যখন কারো ব্যাপারে বলি যে, আপনার ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। এ কথায় তাকে যে টুকু অভিযুক্ত করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি এবং সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়, যখন বলা হয়, আপনি ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। কারণ, 'ভুল হওয়া' আর 'ভুল করা'র মধ্যে অনেক পার্থক্য। আফসোসের বিষয় হল, মওদূদী সরাসরি নবীর শানে বলেছে 'আপনি ভুল করেছেন।' নবীজীর শানে এটা শ্রদ্ধাহীন নির্মম ভাষা এবং এ রকম ভাষা ব্যবহার মওদূদীর পক্ষেই ব্যবহার করা সম্ভব।

সূরা নসরের তাফসীরে মওদূদী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করেছেন। প্রশ্ন হল, সূরা নসরে আল্লাহ্ পাক নবীর ভুল হয়েছে মর্মে কোন কিছু বলেছেন কিনা; মোটেই না। একটা শব্দও ব্যবহার করেননি। তাহলে বিষয়টি এমন হল যে, আল্লাহ্ পাক যা বলেননি, মওদূদী তা বলে নবীকে অভিযুক্ত করার অপচেষ্টা করেছে। ব্যবহৃত ইস্তিগফার শব্দটি নবীর ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি বা গুনাহ্ মাফ করার জন্য হয় না। কারণ, নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ। সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে ইস্তিগফার মানে দোষ-ত্রুটি বা গুনাহ্ মাফ করার প্রার্থনা বুঝায়। মি.মওদূদীর যেহেতু নবীকে সাধারণ মানুষের মত মনে করার পুরনো অভ্যাস আছে, সে কারণেই নবীর ইস্তিগফারকে সাধারণ মানুষের ইস্তিগফারের সাথে তুলনা করে নবীর দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে বের করেছেন। নবীর দোষচর্চা করা কোন ঈমানদারের আলামত নয়।

এবার কয়েকটি বাক্য সংক্ষেপ করি ।

১. ভুল করা হলে কি বলে? = ভুল বা অসঠিক

২. যার মধ্যে ভ্রান্তি আছে, তাকে কি বলে? = ভ্রান্ত

৩. যিনি দোষ করেন, তাকে কী বলে? = দোষী

৪. যার মধ্যে ত্রুটি আছে, তাকে কি বলে? = ত্রুটিযুক্ত

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার সাহিত্য এবং আক্বীদায় তাহলে আমাদের রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দোষী, ভ্রান্ত, ভুল এবং ত্রুটিযুক্ত!!! মওদূদী মুসলমান না বে-ঈমান? সর্বস্তরের মুসলমানদের বিচার করার সময় এসেছে । নবীকে ভ্রান্ত বলে যে দলের প্রতিষ্ঠাতা সে দলকে সঠিক দল বলার রুচি আমার নেই । বরং নবীর শানে এ রকম শব্দ শোনার রুচিবোধও আমার নেই ।

মাকাল থেকে যেমন কমলার সুগন্ধি আশা করা যায় না, মওদূদীর কাছ থেকেও শানে রিসালাত আশা করা যায় না । এতদিন শুনতাম, নবীজীর গুণবাচক নাম আছে অনেক । আজকে মওদূদীর সাহিত্যে নবীজীর দোষবাচক নামের সন্ধান পাওয়া গেল!!! না'ঊযু বিল্লাহ!

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এ পবিত্র কালেমা পড়েই অমুসলমান মুসলমান হয় । অর্থাৎ মুসলমান হতে হলে নবীকে 'মুহাম্মদ' মানতে হবে । 'মুহাম্মদ' শুধু নাম নয়, বরং নবীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সকল মর্যাদার আকর । 'মুহাম্মদ' অতি প্রশংসিত । ঈমানদার হওয়া মানে নবীকে অতি প্রশংসিত মনে করা ।

উপরিউক্ত কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার অর্থই হল এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করা যে, আমি সর্বদা আমার নবীর প্রশংসা করব । কারণ, তিনি 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ অত্যধিক প্রশংসিত, দোষী ব্যক্তির প্রশংসা হয় না, ভ্রান্ত ব্যক্তিরও প্রশংসা হয় না । যাকে ভ্রান্ত বা দোষী বলা হয় তিনি 'মুহাম্মদ' হতে পারেন না । আবার যিনি 'মুহাম্মদ' তিনি দোষী হতে পারেন না, ভ্রান্ত ও হতে পারে না । যেহেতু মুসলমান হতে হলে এবং ঈমানদার হিসেবে থাকতে হলে নবীকে 'মুহাম্মদ' হিসেবে মানতে হবে, সেহেতু নবীকে দোষী বা ভ্রান্ত বলা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না । কারণ, তাতে নবীকে 'মুহাম্মদ' বলে মানা হয় না । নবীকে দোষী বা ভ্রান্ত বলার অর্থ হল, যে কালেমা পড়ে মুসলমান হল সে কালেমার বিষয়বস্দ থেকে সরে আসা । নবীকে দোষী এবং ভ্রান্ত বলে মওদূদী সাহেব ইসলামের কালেমা থেকে সরে কোন্ কালেমার আবরণে লুকালেন অনাগত ভবিষ্যত সে আবরণ সরাবেই সরাবে ।